R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

Our Bricks are made of soil
Your dreams are made of our toil
NIRMA
"Piyal Kunja"
Kamal Kumari Devi Sarani
Haridasnagar
P. O. Raghunathganj
Dist. Murshidabad
Phone : Office 28 Resi : 161

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

বিবাহ উৎসবে
ভি, ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ

৭৬শ বর্ষ
১৬শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৩ই ভাদ্র বুধবার, ১৩৯৬ সাল।
৩০শে আগষ্ট, ১৯৮৯ সাল।
নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০৲

ভাঙ্গনের জন্য দায়ী এক্সপার্ট কমিটি, টেকনিক্যাল কমিটি না ঠিকাদাররা ?

রঘুনাথগঞ্জ : সম্প্রতি আখেরীগঞ্জে দুটি পর্যায়ে ১ কোটি টাকার উপর ব্যয়ে ভাঙ্গন প্রতি রাধ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেস্তে গিয়ে কয়েক হাজার পরিবার গৃহহারা হয়ে পড়েছেন। জানা যায়, স্থানীয় গঙ্গা এ্যান্টি ইরোসন ডিভিশনের কর্তৃত্বাধীনে সেখানে পদ্মার ভাঙ্গন রোধে প্রথম পর্যায়ে ৭ কিলোমিটার জায়গায় একটি মাত্র বেড বার নির্মাণ করা হয়। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে একটি মাত্র বেড বার দেওয়ায় বর্ষায় পদ্মানদীর গতি ভিন্ন মুখে প্রবাহিত হয়ে বেডবারটিকে আকেজো করে ভাঙ্গন এগিয়ে চলেছে। এই বেডবারটি তৈরী করতে খরচ পড়ে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। লালগোলা থানার ময়ার কাছে পদ্মায় আরও একটি বেডবার তৈরী হয়। সেটিও একইভাবে ধ্বংস হয়েছে। বর্তমানে আখেরীগঞ্জে পদ্মার রূপ সর্বনাশা। ওখানে পারের কাজতো দূরের কথা রাস্তা রক্ষা করাই দুরূহ। জরুরী ভিত্তিতে নদীর ধার বরাবর তারের জাল দিয়ে বোল্ডার ফেলা হয়েছিল. কিন্তু সে সবও দশদিনের মধ্যে ভেসে গেছে। ২য় পর্যায়ে (৫ম পৃষ্ঠায়)

বিদ্যুৎ বিশেষজ্ঞরা সাগরদীঘি ঘুরে গেলেন

সাগরদীঘি : মনিগ্রাম অঞ্চলের যে সব জায়গা নিয়ে সাগরদীঘি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে উঠার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সেই জায়গাগুলি কেন্দ্রের ১৫ জন বিশেষজ্ঞ পর্যবেক্ষণ করে গেলেন গত ১৩ আগষ্ট। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের চেয়ারম্যান, জেলা সমাহর্ত্তা ও স্থানীয় ব্লকের বি ডি ও পর্য্যবেক্ষক দলের সঙ্গে থেকে ম্যাপ অনুযায়ী সব জায়গা ঘুরে ঘুরে তাঁদের দেখান। চাঁদপাড়া ও হরিরামপুরের জোল জমি দিয়ে গাদি থেকে গঙ্গার জল আনার পরিকল্পনা রয়েছে। অন্যদিকে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দূষিত জল চাঁদপাড়া হাটপাড়া জোল জমি দিয়ে নিষ্কাশিত করা হবে বলে ঠিক হয়েছে। বিশেষজ্ঞ দল ঐ সব জমিতে কি কি চাষ হয় জিজ্ঞাসা করলে আমন, আউস ধান, মসুরী খেসারী, ছোলা, গম, সরষে, আলু, পেঁয়াজ, আখ প্রভৃতি বারো মাসের চাষের কথা চাষীরা জানান। বিশেষজ্ঞ দলটি মনিগ্রাম বটতলা থেকে গাদিতে ভাগীরথী দেখতে যান। তাঁরা উপলাই বিলও দেখে আসেন। সবকিছু পর্য্যবেক্ষণের পর বিশেষজ্ঞ দল বি ডি ও, জেলা সমাহর্ত্তা ও বিদ্যুৎ পর্ষদের চেয়ারম্যানকে বলেন—তাপ বিদ্যুতের ক্ষেত্রে এই জায়গা খুবই উপযুক্ত এবং তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হওয়ার স্বপক্ষেই তাঁরা রিপোর্ট দেবেন।

সি পি এম ক্যাডার শিক্ষক বসে বসে বেতন নিচ্ছেন

ধুলিয়ান : স্থানীয় সার্কেলের অধীন পুঁঠিমারী প্রাথমিক স্কুলের সহকারী শিক্ষক সোমেন্দ্রনাথ মজুমদার স্কুল না করেও মাসের পর মাস বসে বসে বেতন নিচ্ছেন বলে জানা যায়। এ ব্যাপারে সম্পাদক ও প্রধান শিক্ষক উপরে রিপোর্ট করেও বেতন বন্ধ করতে পারেননি। সি পি এম দরদী এই শিক্ষক ১৯৮৭ সালের আগষ্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ৩৯ দিন, ১৯৮৮ বছরে ৮৪ দিন এবং বর্তমান বছরে জানুয়ারী থেকে এই সংবাদ লেখা পর্যন্ত কাজে অনুপস্থিত থেকেও পূর্ণ বেতন নিয়ে যাচ্ছেন। গ্রামবাসীদের কথা সি পি এমের ক্যাডার হওয়ায় তাঁর চুলের ডগা ছোঁয়ার সাহস কারও নেই।

কংগ্রেসী মিছিল আক্রান্ত

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৫ আগষ্ট সারা পশ্চিম-বাংলার সঙ্গে এখানে জ্যোতি বসুর পদত্যাগ ইত্যাদি দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে এক বিক্ষোভ মিছিল পরিচালনা করেন স্থানীয় কংগ্রেস (ই) দল। মিছিলে বিধায়ক হবিবুর রহমানসহ অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন। বিক্ষোভ মিছিলটি এস ডি ও কোর্ট থেকে ফেরার পথে জঙ্গিপুর পুর ভবনের সামনে কিছুক্ষণের জন্য থেমে শ্লোগান দিতে থাকেন, 'অবৈধ পুরপতির পদত্যাগ চাই' ইত্যাদি। কংগ্রেস পক্ষের অভিযোগ, সেই সময় পুর ভবনের দোতলা থেকে মিছিল লক্ষ্য করে ইঁট পাটকেল পড়তে থাকে। তখন তাঁরা পুর ভবনের অভ্যন্তরে প্রতিবাদ করার জন্য প্রবেশ করতে গেলে সিটু সমর্থক কর্ম্মচারী ইউনিয়নের সদস্যদের সঙ্গে তাঁদের ধস্তাধস্তি বাধে। পরে নেতৃবৃন্দের অনুরোধে কংগ্রেসী মিছিলকারীরা পুর ভবন ত্যাগ করে চলে যান। সন্ধ্যা নাগাদ সিটু ইউনিয়নের পুর কর্মীরা চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে প্রতিবাদ মিছিল বার করেন। মহকুমা শাসকের কাছে তাঁরা (শেষ পৃষ্ঠায়)

সি পি এম না হওয়ার অপরাধে শাস্তি

ধুলিয়ান : স্থানীয় সার্কেলের ৭০নং দক্ষিণ অন্তর্দ্বীপা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জনৈক সহ-কারী শিক্ষক মোজাম্মেল হককে তাঁর বাড়ী থেকে ৫ মাইল দূরে সাহেবনগর ১ প্রাঃ স্কুলে বদলী করা হয়েছে বলে খবর। (বদলী মেমো নং ১৭১৪ (৪৩) তাং ১২-৭-৮৯)। মোজাম্মেল হকের অপরাধ তিনি ডাব্লু বি পি টি এর এক-জন সক্রিয় নেতা এবং তাঁর উপর নানা চাপ সৃষ্টি করেও সি পি এম সমর্থিত নিখিলবঙ্গ প্রাঃ শিক্ষক সমিতিতে তাঁকে যোগ দেওয়ানো যায়নি।

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নম ঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৩ই ভাদ্র বুধবার ১৩৯৬ সাল

অনাথ বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ-বিভাগ যে কতখানি অনাথ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা এই রাজ্যে বিদ্যুতের হাল দেখিয়া বুঝা যায়।

গত শীতকালে রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি যখন বেশ খারাপ ছিল, তখন বিদ্যুৎ বিভাগের মন্ত্রীপর্যায়ের ঘোষণা আশা করি, অনেকেরই স্মরণে আছে। রাজ্যবাসীদিগকে শুনান হইয়াছিল যে, এই গ্রীষ্মে বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটিবে না। ফলে সর্বস্তরের মানুষ আশ্বস্ত হইয়াছিলেন এবং ভবিষ্যৎ-স্বস্তিলাভের আশায় তৎকালীন বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের কষ্টকে মানিয়া লইয়াছিলেন। গ্রীষ্মকাল আসিল. সকলে দেখিলেন—সব 'স্বপ্নো নু মায়া নু'। বিদ্যুৎ বিপর্যয় দিনের দিন চরম আকার ধারণ করিতেছে। বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্রগুলির যন্ত্রপাতি যখন তখন বিকল হইয়া পড়িতেছে আর জনগণের অপরিসীম দুর্গতি বাড়িতেছে। সুতরাং আশ্বাস এখন আর প্রীতিদায়ক নয়। তাই সকলে ধরিয়া লইয়াছেন—'হবে তা সহিতে/মর্মে দহিতে/আছে যে ভাগ্যে লিখা'।

সেইজন্য মনে হয়, রাজ্য বিদ্যুৎ বিভাগ অনাথ। তাহার দেখ-ভাল করিবার কেহ নাই। বিদ্যুৎ প্রধান এই বিভাগের 'বি-পিতা' (বিমাতার অনুসরণে)।

স্থানীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগও যে সনাথ নয় তাহার নিদর্শন মিলিতেছে। খবরে প্রকাশ, গত ১৯৮৭ সাল হইতে ইহার হেড-ক্লার্ক এবং এ্যাসিষ্টেন্ট চার্জম্যানের চেয়ার অদ্যাবধি শূন্য। গত মে মাসে চারজন কর্মী বদলী হইয়াছেন; তাঁহাদের শূন্যস্থান পূরণ হয় নাই। সাতজন বিদ্যুৎ-কর্মীকে ছয় হাজার গ্রাহকের মিটার রিডিং লওয়া, বিল তৈয়ারী করা, টাকা জমা লওয়া প্রভৃতি কাজ করিতে হইতেছে। বিদ্যুৎ গ্রাহক বাড়িতেছে কর্মী সংখ্যা না বাড়িয়া কমিতেছে। আরও জানা গিয়াছে যে জুনিয়র ষ্টেশন সুপার মে মাসে বদলী হইলেও সেখানে কেহ অদ্যাবধি আসেন নাই। ষ্টোর উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া বিদ্যুৎ অফিস হইতে জরুরী প্রয়োজনে কোন জিনিস পাওয়া যায় না, তাহা অন্যস্থান হইতে আনিতে হয়। ইহাতে সময়ের যথেষ্ট অপচয় ঘটে। জনসাধারণও কাজের দেরী হইলে ক্ষিপ্ত হন, তাঁহারা ত বিদ্যুৎ-বিভাগের 'সারকিট' সুস্থ আছে কিনা —ভিতরের খবর জানেন না। বিদ্যুৎ কর্মী-দের সেইজন্য মাঝে মাঝে চরম ভোগান্তি হয়। কাজ পড়িয়া থাকা অর্থাৎ 'পেণ্ডিং' থাকা শুধু এই দপ্তরেই নয়. বহু সরকারী বিভাগে তাহা পরিদৃশ্যমান। তাই অনেক কাজ পড়িয়া থাকে। কিন্তু কী বলিবার আছে?

নূতন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের নানা প্রয়াস চলিয়াছে। পুরাতন কেন্দ্রের বেহাল অবস্থায় বিদ্যুৎ উৎপাদনে চরম ব্যাঘাত। সেগুলি ঠিকমত চালু করা হইলে জনগণের এত ভোগান্তি হইত না। অথচ চালু হোক না হোক, নূতন বিদ্যুৎকেন্দ্র চাইই চাই। আর তাহা না হয় হইল, কিন্তু উহাও যে বর্তমান-গুলির মত বেহাল হইয়া যাইবে না, তাহার নিশ্চয়তা কী? তাই বলিতেছিলাম, বিদ্যুৎ বিভাগ কার্যত অনাথ। অর্থাৎ সনাথ হইয়াও স্থিতিশীল, সেখানে কাজের গতিতে যতি তাই মানুষের দুর্গতি। আশ্বাস, প্রতিশ্রুতি প্রভৃতির বাণী ইথার তরঙ্গে কম্পন তোলে। যতক্ষণ কম্পন কাজের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে, ততক্ষণ মনপ্রাণ ডগমগ হয়; কিন্তু তারপর সব নিস্তরঙ্গ, নিশ্চুপ।

আবোল-তাবোল

ভাড়াটে

সংসারে মধুরতম সম্পর্ক বোধহয় শালী-জামাইবাবু, আর তিক্ততম? আমার মনে হয়, বাড়িঅলা-ভাড়াটের মধ্যে। ভাড়াটে বিগলিত হাসিটি ঠোঁটে এঁকে লটবহর কাঁধে বাড়িতে ঢুকলেন, বাড়িঅলা হেঁহেঁ করে জানালেন গদগদ সম্ভাষণ। অতঃপর ভাল রান্নাটি হলেই ওপরে বাড়িঅলানির কাছে পৌঁছে গেল। বাসনটিও নিচে খালি এল না। কারণে-অকারণে যাতায়াত এবেলা-ওবেলা। বাড়িঅলানি বললেন, 'খুব ভাল্লাগছে ভাই আপনারা আসার পর, এত বড় বাড়িতে মনটা হুহু করত। কারো কাছে দুটো কথা কইতে পেতুম না, পাড়ায় তো সব আন্‌কাল্‌চার্ড!' ভাড়াটেনি জবাব দেন, 'আমার দিদি ছিল না। আপনাদের বাড়িতে এসে ঘরকে ঘর পেলাম, নতুন আত্মীয়কে আত্মীয়!' তারপর নেমন্তন্নর চাপানউতোর পালা। সবাই এমন গলাগলি দেখে ধন্যিধন্যি করতে লাগল। নিন্দুকে বললে, 'আরে কটাদিন যেতে দে।'

কটাদিন ঠিক নয়, কটা মাস পরেই ওপরের দিদি বললেন, 'আপনাদের নিচে বড্ড ধোঁয়া হচ্ছে, ওপরে তিষ্টোতে পাচ্চি না। গ্যাস নিয়ে নিন না!' নিচের থেকে কদিন পরেই দাবী গেল—বাথরুমের ছাদ থেকে অমৃত চুইছে, জলদি ব্যবস্থা হোক! ওপর থেকে জবাব এল—সে নয় দেখা যাবে, কিন্তু উনুনের যন্ত্রণা তো আর সয় না, বাড়ির দফা রফা হচ্ছে। অতঃপর নেমন্তন্ন চালাচালির পরিবর্তে অভিযোগের গুচ্ছ টেবল্‌টেনিসের পিংপং বলের মত ওপরতলা—নিচতলায় ছোঁড়াছুড়ি চলল। শেষ পর্যন্ত ওপরের ভায়রাভাই নিচের জনকে জবাব দিলেন, 'না পোষাই তো ঘর খালি করুন।' ভাড়াটে বললেন, 'অত সহজ নাকি মশায়? বেশী পাঁয়তারা কল্লে যা সারাবার নিজে সারিয়ে, খর্চা কেটে রেণ্ট-কন্‌ট্রোলে ভাড়া জমা দেব। ঘুঘু দেকেচ, ফাঁদ ছাকোনি!'

তারপর বাক্‌বন্ধ। শুনিয়ে শুনিয়ে বলার পালা। ওপর থেকে—এঃ বাচ্চাটাকে বারান্দায় হিসি করাচ্ছে, গন্ধে ভূতের বাপ পালাবে। নিচ থেকে—টিউবওয়েলে ঘোলা জল উঠছে, ফিলটারটা পাল্টাবার নাম নেই। এইভাবে কিছুদিন চলার পর কোর্টকাছারি। এই হচ্ছে ভাড়াটে-বাড়িঅলার আখেরে সম্পর্ক।

কোর্ট থেকে ভ্যাকেট-অর্ডার পেয়েও শান্তি আছে? অর্ডারটি হাতে ধরালেন ভাড়াটের। সাতদিনের মধ্যে ভাড়াটে উঠে চলে গেল। ভাড়াটের তরুণ পুত্র যাবার সময় বাড়িঅলার একমাত্র সন্তান কন্যারত্নটিকে আইনমোতাবেক সই-সাবুদ সেরে সাথে নিয়ে গেল। বাড়িঅলা ভাড়াটেকে ডেকে আনতে পথ পান না, 'ছিঃ ছিঃ বেয়াইমশাই, থাকুন থাকুন!' কিংবা হয়ত গো বেচারা ভাড়াটে কোর্টের অর্ডার পেয়ে উঠে যাবার উদ্যোগ করছে। বাড়িঅলার পুত্রটি তাঁর কন্যাকে সসম্মানে ওপরে নিয়ে এসে রাখলে। ভ্যাকেট নোটিশ ইনভ্যালিড হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল।

এই প্রকার স্বার্থের দড়ির মাঝখানে নজর বেঁধে টানাহ্যাঁচড়ার 'টাগ-অব-ওয়ারে' দুটি প্রান্তে দুজনের নাম—ভাড়াটে এবং বাড়িঅলা। সেয়ানা বাড়িঅলা—এটা ঠিক করে দেব, সেটার বন্দোবস্ত হয়ে যাবে ইত্যাদি বিস্তর আশ্বাস আওড়ে ভাড়াটেকে নেমন্তন্ন করে আনলেন, অতঃপর প্রতিশ্রুতির যা ব্যবহারিক অর্থ—আশা দিয়ে নিরাশ করা, তাই প্রয়োগ করলেন। আবার ভাড়াটে—এই তো দুটো বছরের মধ্যে নিজের বাড়ি তুলে নিচ্চি বলে ভিজে বেড়ালটির মত ঢুকলেন এবং পাঁচটি বছর পর গায়ের জল শুকোলে লোম ফুলিয়ে ফোঁস করে বাড়িঅলার দিকে তেড়ে গেলেন।

কত রকম ভাড়াটে দুনিয়াতে। একই দোকানঘর। দিনের বেলা কেনাবেচা। সন্ধ্যের পর নাটকের দলকে ভাড়া দেয়া আছে। রাত দশটার পর জুয়ার আড্ডা। সেখানে রাত পিছু মোটা ভাড়া। কোথাও ভাড়া চলছে ছাদ, ম্যারাপ বেঁধে ফাংশান চলছে কলকাতায়, কোথাও পতিত জমিটাই ভাড়া—দরমার দেয়ালের কাঁধে টিনের শেড চাপিয়ে কেমিক্যাল গুলের (৫ম পৃষ্ঠায়)

আধুনিক কবিতার আধুনিক হাল

সাধন দাস

সঙ্গীত, চিত্রকলা, কথাসাহিত্য প্রভৃতি শিল্পের মতো কবিতাও একটি শিল্প। তাই কবিতা জীবনেরই প্রতিফলন। জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গী যেমন যুগে যুগে কালে কালে বদলে গেছে, তারই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিবর্তিত হয়েছে অন্যান্য শিল্পের মতো কবিতাও। এই 'বারে বারে বদলে যাওয়াটাই' সমকালীন ক্ষেত্রে 'আধুনিকতা'। তাই 'আধুনিক' শব্দটি আপেক্ষিক। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।' নদী যেমন বাঁক নেয়, সাহিত্যও তেমনি গতি বদলায়। এই বাঁকটাকেই বলতে হবে 'মডার্ণ'!

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়টা (১৯১৪) কবিতার নদীতে তেমনি মস্তোবড়ো একটা বাঁক। আজকের দিনে 'আধুনিক কবিতা' অভিধায় যাদের বিশেষিত করা হয়, তার আধুনিকত্ব শুরু হয়েছে ওই বাঁক থেকে। যুদ্ধের ভয়াবহতা মানুষের শান্তিকে বিঘ্নিত করে তুললো; প্রেম, ঈশ্বর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধগুলি গেলো ভেঙে। এই ঝড়ের আঘাত বিদেশী কবিদেরই প্রথমে আলোড়িত করেছিলো, পরে বাংলা কবিতাতেও এর ঢেউ এসে লাগলো। বাংলা কাব্যের অঙ্গনে তখন ছড়িয়েছিলো রবীন্দ্রনাথের নিরুদ্বেগ শান্তির ছায়া। তাই রবীন্দ্রজগৎ সম্পর্কেও জেগে উঠলো সংশয় ও অনিশ্চয়তা। আবু সয়ীদ আয়ুব তাই আধুনিক কবিতার স্পষ্টতর সংজ্ঞা দিলেন—"কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্ত্তী, এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত, অন্ততঃ মুক্তি প্রয়াসী"—কবিতাকেই আধুনিক কবিতা বলা হয়।

কবিতা যেহেতু যুগ ও জীবনেরই ফসল, তাই আধুনিক কবিতা-লক্ষ্মীর মুখখানি রবীন্দ্রনাথের মানস-সুন্দরীর মতো স্নিগ্ধ সুললিত নয়, বরং বিপরীত, ক্লান্ত, আশাহত অনিকেত জীবনের রক্তক্ষত তার সারা শরীরে। অসুন্দর বলে তাকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা আধুনিক কবিদের ছিলো না। তাই আধুনিক কবিতার প্রকাশের বাহন হলো গদ্যছন্দ, ধোয়ামোছা সুরভিত মোলায়েম শব্দের বদলে এলো চলতি, গ্রাম্যও কর্কশ শব্দ! এ যুগের জীবন অতি জটিল ও যন্ত্রণাময় বলে আধুনিক কবিদের প্রকাশভঙ্গি দুরূহ হয়ে উঠেছিলো।

তাই সাধারণ পাঠকের কাছে আধুনিক কবিতা প্রথম থেকেই কিছুটা দুর্বোধ্য। কিন্তু আধুনিক কবিতা দুরূহ হলেও আসলে দুর্বোধ্য নয়। আনাড়ী পাঠকের কাছে কখনো কখনো তা দুর্বোধ্য মনে হয়।

এই আপাত দুর্বোধ্যতার সুযোগ নিয়ে অনেক স্বেচ্ছাচার চলেছে আধুনিক কবিতায়। তাই জন্মলগ্ন থেকেই অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে তাকে।

একটি স্থানীয় পত্রিকার গত শারদীয়া সংখ্যায় এক আধুনিক কবির (?) লেখা দীর্ঘ দশ পাতার একটি কবিতা (?) প্রকাশিত হয়েছিলো। উক্ত কবি (?) আধুনিক কবিতার মূল সুরটিকেই এখনো ছুঁতে পারেননি। অনেকে আধুনিক কবিতা সম্পর্কে ঠাট্টা করে যা বলেন (অর্থাৎ গদ্যের লাইনগুলোকে কেটে-ছেঁটে ছোট-বড়ো করে সাজিয়ে দিলেই আধুনিক কবিতা হয়ে যায়) তাকেই তিনি 'সত্য' বলে গ্রহণ করেছেন। এই দুর্মূল্যের বাজারে দীর্ঘ দশ পাতা জুড়ে সমাজের বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত কর্মীদের আক্রমণ করে তিনি যে প্রলাপ রচনা করেছেন, তা হয়তো চেষ্টা করলে নিবন্ধ বা রম্যরচনা হতে পারতো, কিন্তু কবিতা কখনোই নয়। কবিতা গদ্যের মতো কখনোই প্রকাশিত নয়—আভাসিত। ঘোমটার ফাঁকে তার সলজ্জ মুখখানি আধো-আধো দেখা যায়, বাকি সবটুকু রহস্যময়তায় ঢাকা। কবিতায় যেটুকু বলা হয়, তার বাইরে অব্যক্ত থাকে আরো অনেক বেশি, তারই নাম 'ব্যঞ্জনা'—যা কবিতার প্রাণ। নইলে কবিতা ও সংবাদপত্রের মধ্যে তফাৎ থাকতো না।

কেউ কেউ যেন ধরে নেন—যত বেশি দুর্বোধ্য হবে, তত বেশি সার্থক হবে আধুনিক কবিতা। উদ্ভট শব্দচয়ন, অন্ত্যমিলের বিলুপ্তি গদ্যছন্দের রূঢ়তা ও ভাবের কার্কশ্য—সবকিছু মিলে আধুনিক কবিতা যেন একটা জগাখিচুরী ব্যাপার অনেকের কাছে। তাই আজকাল যে কিছুও না পারে, সে দু'কলম আধুনিক কবিতা লিখে দিতে পারে। তাই ছোট বড় অসংখ্য পত্রিকায় প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে কবিতার বাগানে অজস্র আগাছার জন্ম হচ্ছে। দায়িত্ববান পাঠকের উচিত—অঙ্কুরেই এই সব আগাছা উপড়ে ফেলা, নইলে তাদের ভীড়ে বাগানের দামী গাছগুলিও হারিয়ে যেতে বসবে। অবশ্য সমালোচকেরও মাথার উপর বসে আছে শ্রেষ্ঠ বিচারক—"সময়"—যার কষ্টি পাথরে সবার অলক্ষে যাচাই হয়ে যাবে কোন্‌টা খাঁটি সোনা এবং কোন্‌টা নয়!!

চালু প্রেস বিক্রয়

লালগোলা বাজারে চালু প্রেস মেসিন (বিদ্যুৎচালিত হাফ ডিমাই) ও অন্যান্য সামগ্রীসহ বিক্রয় হবে। অনুসন্ধান করুন।

পূর্ণিমা প্রিন্টার্স, লালগোলা।

চিনি সমেত ট্রাক আটক

রঘুনাথগঞ্জ: গত ২৯ আগষ্ট স্থানীয় ডোমপাড়া গাড়ীঘাটে গঙ্গা পার হবার সময় ডবলু জি ডি-৯০০নং লরিটি পুলিশ ১০১ বস্তা চিনি-সমেত আটক করে। পরে চালক সমেত ট্রাকটিকে থানায় আনা হয়। পুলিশ জানায়, ঐ চিনি ভর্তি লরীটি সন্দেহজনক মনে করে আটক করা হলেও পরে চালক বৈধ চালান দাখিল করে। চালানে দেখা যায় সম্মতিনগরের কয়েকজন মিষ্টি ব্যবসায়ীর কাছে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রামকৃষ্ণ পালের গোডাউন থেকে ঐ চিনি পাঠানো হয়েছিলো।

মহকুমায় বন্‌ধ শান্তিপূর্ণ

নিজস্ব সংবাদদাতা: ৩০ আগষ্ট জঙ্গিপুর মহকুমায় বিরোধী দলের ডাকা ভারত বন্‌ধ শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয়। কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি বলে খবর। বাজারহাট, দোকান পাট, সরকারী অফিস এবং ব্যাঙ্কগুলি সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। পথে কোন গাড়ী ঘোড়া চলেনি। আদালতের কাজকর্মও বন্ধ থাকে।

আইনগত সাহায্য দান প্রকল্প

আপনার অধিকার রক্ষার জন্য অথবা অন্যের অযথা হয়রানির হাত থেকে রেহাই পেতে আইনগত সাহায্যের প্রয়োজন হলে এবং আপনার আর্থিক সংগতি না থাকলে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আপনাকে আইনগত সাহায্য দেবেন যদি:

আপনি শহরবাসী হন এবং আপনার পরিবারের বার্ষিক আয় ৭০০০ (সাত হাজার) টাকার কম হয় আর আপনি গ্রামবাসী হলে আপনার পরিবারের বার্ষিক আয় হতে হবে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকার কম।

অবিলম্বে স্থানীয় জন প্রতিনিধির কাছ থেকে আপনার আয় সম্পর্কিত প্রামাণ্য শংসাপত্র নিয়ে আপনার জেলা বা মহকুমার আইনগত সাহায্য দান সমিতির সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তিনি আপনাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন।

সদস্য সচিব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইনগত উপদেষ্টা পর্ষদ (বিচার বিভাগ), মহাকরণ, কলকাতা-৭০০০০১ এই ঠিকানায় আবেদন করতে পারেন।

আপনি যদি মোটর দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হন তাহলে লক্ষ্য রাখুন জেলায় কবে লোক আদালত সংগঠিত করা হচ্ছে। লোক আদালতের তারিখ ঘোষিত হলে আপনি যোগাযোগ করুন আপনার জেলার আইনগত সাহায্যদান সমিতির সদস্য সচিবের সঙ্গে— তিনি আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য করবেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

National Thermal Power Corporation Ltd.

NTPC
नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

Farakka Super Thermal Power Project

P. O. NABARUN : DIST. MURSHIDABAD (W. B.)
PIN : 742 236

Department of Materials Management

NOTICE INVITING TENDER

Ref : FS : 42 : MD : T-02/89-90/ Dated : 11-8-89

Sealed tenders are invited from reputed/well experienced transporters having branches/ arrangements/agents at the places as shown below and also having trucks/trailers in their possession for collection and transportation of steel excluding unloading and stacking at NTPC/ Farakka site yard/godown :

1. Collection and Transportation of steel both reinforcement and structural from different stock yards in and around Calcutta from re-rollers at Howrah, Sankrail stock yard, Sodepur, Kalyani, Durgapur, Allahabad, Lucknow, Jamshedpur, Bhilai, Kulti, Hyderabad, Bhubaneswar, Bokaro, Delhi, Faridabad, Ghaziabad, Julandar, Kanpur, Nagpur, Patna, Burnpur, Dhanbad & Siliguri to deliver at NTPC/Farakka site and vice versa.

2. Collection and transportation of steel both reinforcement and structural from NTPC Sister Projects located at Singrauli, Korba, Ramagundam, Vindhyachal, Rihand, Badarpur, Badri, Kahalgaon, Talcher and also from NTPC Gas Power Projects located at Auraiya (UP), Kawas (Gujrat), Anta (Rajasthan) to deliver at NTPC Farakka site and vice versa.

COST OF TENDER DOCUMENT : Rs. 50/- payable by Demand Draft in favour of NTPC Ltd., SBI/Farakka Branch or in cash.

EARNEST MONEY DEPOSIT : Rs. 25,000/- only. Sale of tender documents : From 21-8-89 to 05-9-89 in all working days except holidays. Request/ application for tenders documents should be accompanied with proof of credentials having executed similar type of jobs, latest income tax certificates etc.

BID DUE ON : 06-09-1989 at 11-00 A. M.

PERIOD OF CONTRACT : One year from the date of issue of form L. O. A.

NOTE :

1. Offer must be accompanied with EMD in the prescribed format of the tender documents. Tender without EMD is liable for rejection.
2. Tenderers are advised to visit the site of work and familiarise themselves with site conditions.
3. Tenders will be opened in presence of participating biders or their authorised representatives, who may like to be present.
4. NTPC will neither be responsible nor answarable for delayed or late receipt of tenders caused due to loss in transit or postal delay or any other reasons.
5. Right is reserved to issue tender documents and to accept/reject any or all tenders either in part or in full without assigning any reason whatsoever.

Chief Materials Manager
FSTPP/NTPC

স্থানীয় সমস্যা দূরীকরণে সোসালিষ্ট পার্টির আহ্বান

ধুলিয়ান ঃ সম্প্রতি সমসেরগঞ্জ থানা সোসালিষ্ট পার্টির উদ্যোগে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে তরুণ সেন স্থানীয় ভাবে নানাবিধ সমস্যার কথা বিশদভাবে ব্যক্ত করেন। সমস্যাগুলির মধ্যে—ধুলিয়ান শহরে অন্ততঃ পক্ষে ৭/৮ খানা বাস ঢুকাতে হবে, ডাকবাংলো হতে ধুলিয়ান পর্যন্ত রাস্তার সংস্কার ও অবরোধমুক্ত, তারাপুরে টি বি হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ, অনুপনগর হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি ও রোগীদের থাকার সুষ্ঠু ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা, সমস্ত গ্রামকে বৈদ্যুতিকরণের আওতায় আনতে হবে ইত্যাদি। সভায় উপরোক্ত সমস্যাগুলি দূরীকরণে সর্বস্তরের মানুষের কাছে সব রকম সাহায্যের আহ্বান জানানো হয়।

বনধ প্রস্তুতির মুখে সংঘর্ষ

অরঙ্গাবাদ ঃ গত ২৭ আগষ্ট বনধের প্রস্তুতি নিয়ে সি পি এমের লোকাল কমিটি কাশিম-

ভাঙ্গনের জন্য দায়ী

(১ম পাতার পর)

ঐ কাজে প্রায় ৫৬ লক্ষ টাকা খরচ হয়। এখন ওখানে কাজ করা মানেই টাকা জলে ফেলা, এ কথা বল্লেন জনৈক বিভাগীয় কর্মী। তাঁর অভিমত সরকার সব জেনেও জনরোষ ঠাণ্ডা রাখতে অযথা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। মাঝখান থেকে সরকারী পয়সা গচ্ছা যাচ্ছে। আর ঠিকাদারদের পকেট ভরতি হচ্ছে। আখেরী-গাঞ্জর রাস্তা এবারের ভাঙ্গনে রক্ষা পাবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কথা প্রসঙ্গে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক ঠিকাদার বল্লেন —টেকনিক্যাল কমিটি কিভাবে যে এখানে একটি বেডবারের আদেশ দিলেন আমরা বুঝছি না। যেখানে ধুলিয়ানে ২ কিমি পাড়ের ভাঙ্গন রুখতে ১৪টি বেডবার দেওয়া হয়েছে, সেখানে আখেরীগঞ্জে ৭ কিলোমিটারে অন্ততঃ পক্ষে ১২/১৪টি বেডবার দিলে হয়তো কিছুটা কাজ হতো। ধুলিয়ানে পরিমাণ মত বেডবার নির্মিত হওয়ায় ভাঙ্গন আটকানো গেছে। ঠিকাদার ভদ্রলোক জানান—আমাদের হাতপা বাঁধা। যেখানে যতটুকু কাজের নির্দেশ দেওয়া হয় তাই (শেষ পৃষ্ঠায়)

ভাড়াটে

(২য় পৃষ্ঠার পর)

ফ্যাক্টরি। হাওড়া ব্রীজের ওপর হাজার কয়েক মানুষ রাতে শুয়ে থাকে। দেখে ভেবেছিলুম, আহা বড় সুখী এরা, বাড়ীঅলার হাঙ্গামা নেই। একদিন ভোর চারটের আমেদাবাদ এক্সপ্রেসে হাওড়ায় নেমে ব্রীজ পেরিয়ে বড়বাজার আসছি, দেখি—মোচ-পাকানো ইয়া এক কনেষ্টবল মনোরম উষায় খৈনি টিপছেন আর এক তস্য চামচা ঘুম থেকে ঠেলেঠুলে মাথা পিছু দশ পয়সা ভাড়া তুলছে। ঠিকই তো ব্রীজ বলে কি প্রেসটিজ নেই, শুয়ে পড়লেই হল? দেখভালের জন্য আইনরক্ষক আছে না? তারাই তো বাড়িঅলা, বাড়িঅলার বাপ।

নগরে (সুতি থানা) মাঠের মধ্যে যখন আলোচনায় বসেছিলেন, সেই সময় একদল কংগ্রেস সমর্থক তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাঙ্গামা বাধায়। ঐ সংঘর্ষে সি পি এমের কয়েকজন জখম হন বলে জানা যায়।

অসহায় ভাড়াটের পর এক সেয়ানা ভাড়াটের গল্প দিয়ে শেষ করি। ভদ্রলোক বাড়িঅলাকে শুধোলেন, 'ভাড়া কত?' বাড়িঅলা বল্লেন, 'চাইছি তো ছশো'। ভাড়াটে এক গাল হাসলেন, 'বেশ ছশোই নয় মানা গেল। কিন্তু কোন ঘরের কত ভাড়া ধরেছেন সেটা জানাবেন কি? বাড়িঅলা থতমত খেয়ে তাকালেন। ভাড়াটে বললেন, 'না না, আপত্তি করব না। বলুন না কোন ঘরের কত ভাড়া, আমার বিশেষ দরকার!' আমতা আমতা করে বাড়িঅলা বল্লেন, 'এই ড্রইংরুমটা তো বড়—ধরুন তিনশো, বেডরুমটা দুশো আর ষ্টোর-রুমটা একশো—মোট ছশো। ভাড়াটে শুধোলন, 'তাহলে ডাইনিংস্পেশ আর বাথ-রুমটা তো ফ্রি?' বাড়িঅলা ঘাড় কাত করে বললেন, 'হ্যাঁ তা বলতে পারেন। ভাড়াটে গদগদ ভঙ্গিতে জবাব দিলেন, 'অনেক ধন্যবাদ। আমার ছোট ফ্যামিলি। ঐ ডাইনিংস্পেশ টুকুতেই মাথা গুঁজে কাটিয়ে দেব। বাথরুম তো রইলই।'

—রতন দাস

নতুন উদ্যোগ
নতুন শক্তি

- সবুজ বিপ্লবের সম্প্রসারণে খাদ্য উৎপাদন তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে
- সর্ব্বাঙ্গীণ গ্রামীন উন্নয়ন
- জওহর রোজগার যোজনা; দরিদ্র সীমার নীচে থাকা গ্রামীন দরিদ্র পরিবারের অন্ততঃ একজনের জন্যে রোজগারের ব্যবস্থা।
- প্রাণবন্ত শিল্প; বাৎসরিক বৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ -অধিক পরিমানে রপ্তানি।
- সকলের জন্য উন্নত স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা -মাতা ও শিশুদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি।
- জাতীয় গথানুপাতিক পরিকল্পনার আওতায় মহিলাদের জন্যে নতুন ব্যবস্থাবলী।
- গ্রামীন এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ।
- প্রযুক্তি মিশন চালু - দরিদ্র জনগণের কার্যকরী সহায়তার জন্যে বিজ্ঞানের প্রয়োগ
- পাঞ্জাবে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে একগুচ্ছ ব্যবস্থাবলী।
- তৃণমূল স্তরে গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ।
- পঞ্চায়েতী রাজের পুনরুজ্জীবন

স্বাধীনতা - সুস্থিতি -উন্নয়ন

davp 89/339 Ben

ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস

অরঙ্গাবাদ ঃ ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস ২৯ আগষ্ট ডি এন কলেজ মাঠে বিশেষ উদ্দীপনার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। জেলার নেতারা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন।

রাজনৈতিক দলাদলিতে গ্রামে অশান্তি

সাগরদীঘি ঃ গত ২১ আগষ্ট এই থানার দস্তরহাটে এক ভিডিও হাউসের ভি সি আর চুরি নিয়ে কংগ্রেস ও সি পি এমের দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে ধচসা হয়। ভি সি আর চুরির থাল্টা হিসাবে সি পি এম সমর্থকরা কংগ্রেস সমর্থক জনৈক ব্যক্তির চাষের একজোড়া বলদ জমি থেকে জোর জবরদস্তি ছিনিয়ে নিয়ে এসে আটক করে রাখে। দু'পক্ষই থানায় দুটি কেস করে।

ভাঙ্গনের জন্য দায়ী

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

করতে হয়। আমাদের অভিজ্ঞতার কোন দাম টেকনিক্যাল কমিটি দেন না। ভাঙ্গনে কি কাজ হবে তা নির্দ্ধারণ করেন চীফ ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে গঠিত এক্সপার্ট কমিটি। এরপর কাজের এষ্টিমেট ও আদেশ দেন টেকনিক্যাল কমিটি। তিনি আরোও বলেন, ফরাক্কা ব্যারেজ চালুর পর থেকেই আটক জল হঠাৎ বর্ষায় ছেড়ে দেওয়ায় বদ্ধ জলের গতি অস্বাভাবিক বেড়ে নদীতে প্লাবণ সৃষ্টি করে ও ভাঙ্গন শুরু হয়। ব্যারেজের ১০৯টি লক গেটের মধ্যে মাত্র ১—৫৪ লক গেট দিয়ে তীব্র গতিতে জল বেহিসেবীভাবে বেরিয়ে আসছে। জলের গতি শীতকালে যেখানে ৪০/৫০ হাজার কিউসেক সেখানে বর্ষায় ঐ জলের গতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫ লক্ষ কিউসেক। সেই গতির মুখে ভাঙ্গন রোধের কাজ মুর্খতা মাত্র। এসব কথা প্রশাসনকে জানিয়েও নাকি তাঁদের টনক নড়ানো যায়নি। অন্যদিকে গঙ্গাপারের মানুষের ক্ষোভ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ভাঙ্গন রোধের ব্যবস্থা করতে চান না। তাঁরা চান ভাঙ্গন চলুক কাজও চলুক। আর বেহিসেবী টাকা খরচ করে সরকারী কর্মচারী ও ঠিকাদারদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক।

রাস্তার অবস্থা বেহাল

অরঙ্গাবাদ ঃ সুতী থানার ব্যাঙডুবির মোড় থেকে বি এস এফ অফিস পর্যন্ত রাস্তাটি কিছুদিন আগে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়। কিন্তু এর মধ্যেই পথটির বেশ কয়েক জায়গার পিচ চটে গিয়ে খানাখন্দ সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থা কেন হল, এর কৈফিয়ৎ কে দেবে ?

মিছিল আক্রান্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কংগ্রেসী হামলাকারীদের শাস্তি দাবী করেন। পরে এক পথসভায় কংগ্রেসী গুণ্ডাদের এই আচরণের নিন্দা করে বক্তব্য রাখেন সিটুর জেলা নেতা বালক মুখার্জী।

জয়কৃষ্ণ দত্ত স্মৃতি মেধা পুরস্কার

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ২৪ আগষ্ট স্থানীয় হাই স্কুলে এক সুন্দর অনুষ্ঠানে ১৯৮৮ এবং ১৯৮৯ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মহকুমার মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রদের জয়কৃষ্ণ দত্ত স্মৃতি মেধা পুরস্কার দেওয়া হয়। ফরাক্কা স্কুলেরই দুটি ছাত্র কিশলয় ঘোষ (প্রাপ্ত নম্বর ৭৩৩) এবং কৌশিক সাহা (প্রাপ্ত নম্বর ৭৩৬) এই পুরস্কার পায়। পুরস্কার বিতরণ করেন রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলের পরিচালন কমিটির সম্পাদক প্রবীণ আইনজীবী গৌরীশঙ্কর দাস। জয়কৃষ্ণ দত্ত স্মৃতি মেধা পুরস্কার কমিটির পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় আগামী বছর থেকে প্রথম তিনজনকে এই পুরস্কার দেওয়া হবে।

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং

লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

কিস্তিতে মোটর বাইক/স্কুটার/টিভি/বাস/লরী কিনবেন ?
বাড়ী করার জন্য লোন চায় ? বাস্তু জমি বা পুরানো বাস, লরী, মোটর সাইকেল, টিভি প্রভৃতি কেনাবেচা করতে চান ? সত্বর যোগাযোগ করুন।

দিলসন্‌স্ মিউচুয়ালাইজার
DILSONS MUTUALIERS

শ্মশানঘাট রোড, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ ৭৪২২২৫
বিঃ দ্রঃ ধুলিয়ান শাখা অফিস খোলার জন্য বেতন ও কমিশনে কর্মী চাই

'দমাদম মস্তু কালান্দর'
লিমকা-র তো
পয়লা নম্বর !

লিমকাঃ
ভারতের ১ নম্বর সফ্‌ট্ ড্রিংক

ARTIFICIALLY FLAVOURED. CONTAINS NO FRUIT JUICE OR FRUIT PULP.

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।